প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2013
পৃঃ ৪ কলাম ২

নারায়ণগঞ্জ কলেজ

শিক্ষক নিয়োগে কোটি টাকার বাণিজ্যের চেষ্টা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জ কলেজে একযোগে ২২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে এতজন শিক্ষক নিয়োগের ফলে চাপ পড়বে কলেজের তহবিলে। তবু কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাত মো. শহীদ বাদলের নেতৃত্বে অন্য সদস্যরা সরকারের শেষ সময়ে নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাচ্ছেন।

তবে এর পেছনের গল্পটা অন্য রকম। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে সাত থেকে ১০ লাখ টাকা করে চাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে পকেটে আসবে অন্তত দেড় কোটি টাকা।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২১ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে সৃষ্ট ও শূন্য ১১টি পদের বিপরীতে কলেজের অর্থায়নে ২২ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৫ আগস্ট ছিল আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ। কিন্তু ২১ জুলাই নারায়ণগঞ্জে ওই সংবাদপত্রের কপি পাওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই সংবাদপত্রে নারায়ণগঞ্জ কলেজে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একটি বিজ্ঞাপন ছিল।

কলেজের কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা লোক দিয়ে ওই পত্রিকার বান্ডিল কিনে ফেলেন। পর্ষদের পরামর্শে কলেজের অধ্যক্ষ বিরাজ কুমার সাহা প্রথমে কর্মরত খণ্ডকালীন শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁদের সাত লাখ টাকার বিনিময়ে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে পর্ষদের সদস্যরা পছন্দের কয়েকজন প্রার্থীদের আবেদন করতে বলেন এবং তাঁদের কাছে ১০ লাখ টাকা করে দাবি করেন। সব প্রার্থীর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রের সঙ্গে দেওয়ার জন্য ৫০০ টাকার ১৫-২০টি পে-অর্ডার করিয়ে রাখে, যাতে কোনো প্রার্থী তাদের প্রস্তাবে রাজি হলে আগের তারিখ দেখিয়ে তাদের আবেদন করানো যায়। কিন্তু এত টাকায় খণ্ডকালীন শিক্ষকেরা নিয়োগ নিতে রাজি না হওয়ায় পর্ষদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আগের বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করে ২৮ আগস্ট আরেকটি জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তবে এবারের বিজ্ঞাপনে 'বিধি অনুযায়ী অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য' এ বাক্য লেখা রয়েছে। ওই দিনও এই সংবাদপত্রের কোনো কপি নারায়ণগঞ্জে পাওয়া যায়নি।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ কলেজের শিক্ষক সংখ্যা বর্তমানে ৬২ জন। এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ২০ জন। বাকিদের পুরো বেতন-ভাতা কলেজের তহবিল থেকে দেওয়া হয়। নতুন করে কলেজের অর্থায়নে ২২ জন শিক্ষক নিয়োগ দিলে ওই তহবিলের ওপর ব্যাপক চাপ পড়বে বলে মনে করেন শিক্ষকেরা।

কলেজের অধ্যক্ষ বিরাজ কুমার *প্রথম আলোকে* বলেন, আটটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। সংকট থাকায় নতুন শিক্ষক নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ে কতটি আবেদন জমা পড়েছে, সে তথ্য দিতে চাননি।

নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে আবু হাসনাত মো. শহীদ বলেন, নিয়োগের ব্যাপারে অধ্যক্ষ ভালো বলতে পারবেন। পরিচালনা পর্ষদের সভায় যেসব বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য আসে, সেগুলো পর্ষদের ১২ সদস্য মিলে সিদ্ধান্ত নেন।